নিউট্রিশিয়ান নেই, তাই বন্ধ পুষ্টি কেন্দ্র

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেল। চলতি মাসের প্রথমদিকে এই কেন্দ্রের নিউট্রিশিয়ান চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এরপর থেকে জেলা হাসপাতালের পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে অপুষ্টিতে ভোগা কোনও শিশু এলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই মুহূর্তে ভর্তি নিচ্ছে না।

বিভিন্ন ব্লক হাসপাতালেও অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের নিয়ে আসছেন অভিভাবকরা। কিন্তু সেখানে কোনও পরিকাঠামো না থাকায় এবং জেলা হাসপাতালে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় স্বাস্থ্য দপ্তরও বিপাকে পড়েছে। জেলায় দ্রুত নিউট্রিশিয়ান কাজে যোগ না দিলে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার চিন্ময় বর্মন বলেন, 'আমাদের 'এনআরসির নিউট্রিশিয়ান চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে গিয়েছেন। তবে আমরা ইতিমধ্যেই নিউট্রিশিয়ান চেয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছি। আশা করছি, কয়েকদিনের মধ্যে নিউট্রিশিয়ান পেয়ে যাব। তারপর কেন্দ্রটি ফের চালু করা হবে।'

সেন্টারে প্রতিদিন প্রায় ১০টি করে শিশু ভর্তি থাকত। সেখানে হাসপাতালের প্রশিক্ষিত নার্স, সমাজকর্মী সহ শিশু চিকিৎসকরাও প্রতিদিন শিশুদের দেখাশোনা করতেন। জেলা হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিটের দোতলায় এই সেন্টারটি রয়েছে।

জন্ম থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত অপুষ্টিতে ভোগা বাচ্চাদের এখানে রেখে সুস্থ করে তোলা হত। জানা গিয়েছে, এখানে যাদের রাখা হয়, তাদের বেশিরভাগের বাড়ি জেলার চা বাগান এলাকায়। অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের রাখার পাশাপাশি এখানে তাদের মায়েদের থাকার ব্যবস্থাও আছে। শিশুদের সুস্থ করে তোলার পাশাপাশি তাদের মায়েদের স্বাস্থ্যের বিষয়টিও খেয়াল রাখা হত। শিশুদের জন্মদিন উদযাপন করা হয়। সেইসঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়।

সমস্যা যেখানে

- নিউট্রিশিয়ানের ইস্তফায় পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র বন্ধ
- জন্ম থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত অপুষ্টিতে ভোগা বাচ্চাদের এখানে রেখে সুস্থ করে তোলা হত
- জেলার চা বাগানে প্রচুর শিশু অপুষ্টিতে ভোগে
- অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কা

স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রে বাচ্চার সঙ্গে মায়েদের থাকার জন্য দিন প্রতি ১০০ টাকা করে দেওয়া হত। এছাড়া, ছুটির সময় পরিবারের হাতে র‍্যাশনের কুপনও দেওয়া হত। কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র বন্ধ থাকায় সবকিছুই বন্ধ আছে। কবে এই কেন্দ্রটি চালু হবে তা এখনও জানাতে পারেনি স্বাস্থ্য দপ্তর।

ফলে বিশেষ করে চা বাগান এলাকায় অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের নিয়ে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করে, তারা চিন্তিত। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নেত্রী প্রতিভা সিংয়ের কথায়, 'জেলার চা বাগানে প্রচুর শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। তাদের সঠিক পুষ্টির জন্য একমাত্র পুনর্বাসন কেন্দ্র ছিল জেলা হাসপাতালে। কিন্তু এখন সেটিও বন্ধ থাকায় ওই শিশুদের নিয়ে আমরা চিন্তিত।' তাঁর আশঙ্কা, দ্রুত নিউট্রিশিয়ান নিয়োগ না হলে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা বাড়তে থাকবে।

সুপারস্টার মৌনীর বিয়ে ২৭ তারিখ

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : বলিউড ও টলিউড মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের একনম্বর মেগাস্টার তিনিই। তাঁর বিয়ের তারিখ নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল বলিউডে, সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। শেষপর্যন্ত ২৭ জানুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন কোচবিহারের মেয়ে মৌনী রায়। পাত্র তাঁর দুবাইপ্রবাসী বয়ফ্রেন্ড সুরজ নাম্বিয়ার।

তিনি যে জানুয়ারিতে বিয়ে করছেন, এই খবর প্রথম বেরিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। মৌনীর বেশ কয়েকজন আত্মীয় এখনও কোচবিহারে। তাঁর এক তুতো দাদাই বলেছিলেন মৌনীর বিয়ের কথা। এবার কিন্তু তাঁরা আর কোনও কথা বলতে নারাজ। মৌনীর তরফে তাঁদের বারণ করা হয়েছে কোনও কথা না বলতে।

মৌনী সম্প্রতি গোয়াতেই তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে পার্টি করেছেন। তখনই জল্পনা তুঙ্গে ওঠে মৌনীর বিয়ে নিয়ে। বৃহস্পতিবারই জানা গিয়েছে, বিয়েটা হচ্ছে। বিচ ওয়েডিংয়েই আগ্রহ মৌনী ও তাঁর প্রেমিকের। শোনা যাচ্ছে, বিয়েতে করণ জোহর, একতা কাপুর, মণীশ মালহোত্রার মতো সেলেবরা থাকবেন বলে কথা দিয়েছেন। মাঝে শোনা গিয়েছিল, দুবাইয়ে বিয়ে করবেন দুজনে। আপাতত তা বাতিল হয়েছে।

সম্ভবত কোভিডের কথা ভেবেই মুম্বই এবং দুবাইয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন মৌনী ও তাঁর পরিবার। প্রথমে কথা ছিল, কোচবিহারেও একটি অনুষ্ঠান করবেন মৌনী। ছোটবেলার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের জন্য। তবে এখনও পর্যন্ত তা স্পষ্ট নয়।

মৌনী প্রতিদিনই ইনস্টাগ্রামে নিজের ছবি পোস্ট করে থাকেন। এক-একদিন এক-এক রঙের পোশাকে। রংয়ের মতো স্টাইলেও বৈচিত্র্য থাকে। সেই ছবিগুলো দেশের সেরা কাগজগুলোতে ছাপা হয়। প্রচুর লাইক পড়ে সেখানে। মৌনী এমনিতে ছোট পর্দায় সুপারস্টার। কিন্তু হালে বড় পর্দায় নামছেন। অয়ন মুখোপাধ্যায়ের ব্রহ্মাস্ত্র ছবিতে তিনি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটের সঙ্গে অভিনয় করছেন। মৌনী এই ছবি নিয়ে তীব্র উত্তেজিত।

মৌনী রায়

- ২৭ জানুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন কোচবিহারের মেয়ে মৌনী
- পাত্র তাঁর দুবাইপ্রবাসী বয়ফ্রেন্ড সুরজ নাম্বিয়ার
- বিচ ওয়েডিংয়েই আগ্রহ মৌনী ও তাঁর প্রেমিকের
- বিয়েতে করণ জোহর, একতা কাপুর, মণীশ মালহোত্রার মতো সেলেবরা থাকতে পারেন

বারবার নিগ্রহ সরকারি কর্তাদের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ারে বারবার হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে সরকারি আধিকারিকদের। গত এক বছরেরও কম সময়ে এধরনের গোটা ছয়েক ঘটনা ঘটেছে। কোনও ঘটনায় এডিএম, কোনও ঘটনায় বিডিও, কোথাও বা পুলিশ আধিকারিকই নিগৃহীত হয়েছেন। বারবার এধরনের ঘটনা ঘটতে থাকায় সরকারি আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সম্প্রতি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসককেও হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে। তা নিয়ে রাজ্যস্তরেও শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

কী কী ঘটনা

- আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসককে কটূক্তি
- কালচিনির বিডিওর দিকে বন্দুক তাক
- সাইবার ক্রাইম থানার মহিলা পুলিশকর্মীকে মার
- আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির পুলিশকর্মীকে মার
- জয়গাঁয় পুলিশ কর্তা খুন
- সরকারি কাজের সময় অতিরিক্ত জেলা শাসককে নিগ্রহ

কোনও ঘটনার পিছনে জড়িয়ে থাকছে রাজনীতি। কোনও ঘটনার পিছনে নিছকই দুষ্কৃতীদের বেপরোয়া মনোভাব।

ইতিপূর্বে আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক কয়েকজনের বিরুদ্ধে কটূক্তির অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর গত বছরেরই মাঝামাঝি সময়ে আলিপুরদুয়ার সাইবার ক্রাইম থানায় ঢুকে চারজন মিলে ওই মহিলা পুলিশকর্মীকে মারধর করে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনাতেও অবশ্য অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির এক পুলিশকর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। তবে সেই ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। ফলত পুলিশ কোনও পদক্ষেপও করতে পারেনি। কয়েক মাস আগেই কালচিনির বিডিওর বাড়িতে রাতে হামলা চালায় বন্দুকধারী দুষ্কৃতীরা। বিডিওকে লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করার অভিযোগ করা হয়। সেই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। গত বছরের শেষের দিকে জয়গাঁয় এক পুলিশ আধিকারিক রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। কয়েকদিন পর তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। দীর্ঘ তদন্তের পরেও ওই পুলিশ অফিসারের মৃত্যুরহস্য জানা যায়নি। গত বছরের একদম শেষে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অতিরিক্ত জেলা শাসককে হেনস্তা করার অভিযোগ ওঠে। তাতে আবার স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে।

এভাবে বারবার পুলিশকর্মী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্তাদের হেনস্তার ঘটনায় নীচুতলার পুলিশ ও আধিকারিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী বা সমর্থকরা একে অপরের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ করে এসেছেন। কিন্তু সম্প্রতি তা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরাও রেহাই পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। প্রশ্ন উঠছে, যদি এমন হাইপ্রোফাইল সরকারি কর্মীদেরই কোনও নিরাপত্তা না থাকে, তবে সাধারণ মানুষ কতখানি নিরাপদ?

এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে কাজে যোগ দিয়েছি। এক বছরের ঘটনার বিষয়ে এখনই কিছু বলতে পারছি না।'

রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্য এধরনের ঘটনার কড়া নিন্দা করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'এমন ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। দলগতভাবেও আধিকারিক হেনস্তার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বিজেপির জেলা সভাপতি ভূষণ মোদক বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে। আধিকারিকদের একাংশ সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে কাজ করতে পারছেন না।' সিপিএমের জেলা সম্পাদক কিশোর দাস আবার তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, 'এধরনের ঘটনার সঙ্গে শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরাই যুক্ত রয়েছে। অথচ পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।'

জয়ী সেতু সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেছেন নিজতরফ গ্রামের বাসিন্দারা। -সংবাদচিত্র

নিজতরফে শিল্প হাবের প্রস্তাবে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের

পুনর্বাসন চাই, চাকরিও চাই

গৌতম সরকার

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : শিল্প হাবের জন্য এলাকা থেকে সরতে হলে পরিবার পিছু তিন বিঘা জমি দিয়ে তবেই শিল্প হোক। সেই সঙ্গে প্রতিটি পরিবারের একজনকে শিল্পে চাকরিতে নিযুক্ত করতে হবে। এই দাবিতে অনড় মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ী সেতু সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা ইতিমধ্যেই নাগরিক কমিটি গড়ে আন্দোলন শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবারও এলাকায় সভা করে এনিয়ে বড় আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিয়েছেন গ্রামবাসী।

স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রশাসনের তরফে যে এলাকায় শিল্প হাবের কথা বলা হচ্ছে, তাতে অনেক মানুষকে এলাকা থেকে সরে যেতে হবে। সেখানে প্রায় এক হাজার ভোটার রয়েছেন। তাঁরা শিল্প হাব চাইছেন। তবে শিল্প হাবের কাজ শুরুর আগে নিজেদের দাবি বুঝে নিতে চাইছেন। এরই মধ্যে প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে শিল্প হাবের জন্য প্রস্তাবিত জায়গা ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। এর ফলে বিষয়টি নিয়ে তাঁরা চিন্তায় পড়ে যান। এদিন নিজতরফের পানিয়ারচরে জয়ী সেতু সংলগ্ন এলাকায় গ্রামবাসীদের আয়োজিত সভায় দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামবাসীর দাবি

- জয়ী সেতুর কাছে শিল্প হাব গড়ার পরিকল্পনা রাজ্যের
- এলাকা থেকে সরতে হলে তিন বিঘা জমি দাবি গ্রামবাসীর
- সেই সঙ্গে পরিবারের একজনকে শিল্পে চাকরি দিতে হবে
- এই সমস্ত দাবিতে বৈঠক করেন গ্রামবাসী

গ্রামবাসীরা অবশ্য জানিয়েছেন, দলমতনির্বিশেষে তাঁরা সকলে মিলে নাগরিক কমিটি গড়েছেন। দাবি পূরণে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সহযোগিতাও চাইছেন।

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের জয়ী সেতু সংলগ্ন এলাকায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে কয়েকজন শিল্পপতি এখানে এসে শিল্প হাবের জমি দেখেও গিয়েছেন। সে খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়দের মধ্যে খুশির হাওয়া বয়ে যায়। কারণ তাঁরা মনে করছেন, এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হলে এই এলাকার ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। সেই সঙ্গে জমি ও কাজের দাবিতে জোরদার আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন গ্রামবাসী। পালা করে প্রায় প্রতিদিনই নিজেদের মধ্যে বৈঠকও করছেন। স্থানীয় বাসিন্দা জবান আলি প্রামাণিক, শাহ আলি মণ্ডল, বক্তার আলি প্রামাণিক, কমরুদ্দিন প্রামাণিক সহ অন্যরা জানান, এখানে শিল্প হাব গড়া হোক-সেটা তাঁরাও চাইছেন। জয়ী সেতু হওয়ার সময়েও তাঁরা প্রশাসনকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তবে এলাকার প্রত্যেকের পরিবারের একজনের কাজ ও পরিবার পিছু তিন বিঘা জমি দেওয়ার দাবি প্রশাসনের কাছে জানিয়েছেন। এই দাবি নিয়েই তাঁদের বৈঠক ও আন্দোলন চলছে।

তবে এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ ব্লক এবং মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা মন্তব্য করতে চাননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'ওই এলাকায় এদিনও স্থানীয়দের তরফে একটি বৈঠকের কথা তাঁদের কানে এসেছে। তাঁদের দাবির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও অবগত করা হয়েছে।' নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুনীল রায় বলেন, 'গ্রামবাসীরা শিল্প হাব চাইছেন। তবে তাঁদের কিছু দাবি রয়েছে। তাঁরা সেকথা আমাকেও জানিয়েছেন।' তিনিও বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছেন বলে পঞ্চায়েত প্রধান জানান।

আজ ডুয়ার্স দিবস

বিন্নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : শুক্রবার বানারহাটে ডুয়ার্স দিবস উদযাপন হবে। সেই উপলক্ষ্যে ডুয়ার্স ডে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা বৃহস্পতিবার বিন্নাগুড়ি ধর্মশালায় প্রাক-ডুয়ার্স দিবস উদযাপন করলেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগঠনের সভাপতি হাজি গুলজার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী সীমা চৌধুরী, বানারহাট থানার আইসি শান্তনু সরকার, কমিটির প্রবক্তা ডাঃ পার্থপ্রতিম, কমিটির অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয়রা। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। এছাড়া সংগঠনের যেসব সদস্য প্রয়াত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের হাতে শোকবার্তা ও স্মারক তুলে দেওয়া হয়। সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হয় এদিন।

কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ

বিক্ষোভের মুখে কৃষি আধিকারিক

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৩ জানুয়ারি : মহিলা কৃষকের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন এক কৃষি আধিকারিক। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের গুমানিহাট কৃষক বাজারে। সেখানে সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এদিন ঘটনার জেরে সেখানে ব্যাপক অশান্তি ছড়ায়। ওই আধিকারিককে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন মহিলারা। বিক্ষোভে শামিল হয় বিভিন্ন কৃষক সংগঠনও। শেষপর্যন্ত ওই আধিকারিক ভুল স্বীকার করলে, বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

ওই আধিকারিকের দাবি, তিনি মজা করার জন্যই ওই মন্তব্য করেছিলেন। মহিলাদের অপমান করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

গত মঙ্গলবার গুমানিহাট কৃষক বাজারে ধান বিক্রি করতে এসেছিলেন রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রামঠেঙ্গার বাসিন্দা প্রতিমা হংস ও তাঁর বোন নবনীতা। সেই সময় ধান কেনার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক চন্দন টোপ্পো প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। প্রতিমা জানান, ওই আধিকারিক প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা আদৌ কৃষক কি না। বৃহস্পতিবার প্রতিমা, নবনীতা সহ বহু মহিলা কিষান মান্ডিতে এসে চন্দনবাবুকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। নবনীতা বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা, সারাদেশে যেখানে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে সবক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করছেন, সেখানে একজন আধিকারিক কীভাবে এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন।'

এদিনের বিক্ষোভে অংশ নেন কোচবিহার জেলা আলু-পাট-ধান চাষ সংগ্রাম কমিটির মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক শাখার নেতা বাদল পাল, কিষান খেতমজুর ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য সাগর চৌধুরী, বঙ্গীয় শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি রঞ্জন পণ্ডিত প্রমুখ। তাঁরা ওই আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর চন্দন টোপ্পো ভুল স্বীকার করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

চন্দনবাবু বলেন, 'আমি ভাবতেও পারিনি মজার ছলে বলা কথা ধরে নিয়ে এতসব ঘটনা ঘটবে। নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছি। বিষয়টি মিটে গিয়েছে।'

হারিয়ে যাচ্ছে মাটির সরা, মন খারাপ তুফানগঞ্জের

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : আজকাল মাটির সরার তেমন চাহিদা নেই। অথচ একটা সময় কিন্তু বেশ ছিল। বিশেষ করে উত্তরের সংস্কৃতিতে মাটির সরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আজ? সেভাবে দেখাই যায় না। দেখা যাবেই বা কী করে?

পৌষ-পার্বণের কথাই ধরা যাক। বাঙালির বারো মাসের অন্যতম সেরা পার্বণ। মা-ঠাকুমারা আগে এই বিশেষ দিনটির আগের রাতে মাটির সরায় পিঠেপুলি ভেজে রাখতেন। সংক্রান্তির দিন ভোরে উঠে গায়ে হলুদ মেখে স্নান করে তুলসীতলায় পিঠে, চালের গুঁড়োর আলপনা দিয়ে পুজো করা হত। তারপর রোদে পিঠ দিয়ে পিঠেপুলি, পায়েস খাওয়া হত। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ বাঙালির এই পার্বণ নিজের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। পাল্লা দিয়ে মাটির সরার গুরুত্বও যেন অনেকটা কমেছে। এর সঙ্গে যুক্ত অনেকের হাহাকারও বাড়ছে।

অস্তিত্ব হারানোর এই প্রবণতা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি তুফানগঞ্জেও বেশ প্রকট। মাটির সরায় তৈরি চালের গুঁড়োর সাদা পিঠে কতটা যে সুস্বাদু তা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। যাঁরা সেই পিঠে খেয়েছেন, তার স্বাদে মজেছেন, তাঁরা এটা জানেন বিলক্ষণ। তবুও কী কারণে এভাবে মাটির সরার পিছিয়ে পড়া? উল্লারঘাট এলাকার পুষ্প দাস বললেন, 'যদি কোনও কারণে এক সেট ভেঙে যায় তাই আগে দু' তিন সেট মাটির সরা কিনে রাখা হত। এখনকার ছেলেমেয়েরা ফাস্ট ফুডের দিকে বেশি করে ঝুঁকে পড়ায় পিঠেপুলি অনেকটাই পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে। তাই আর মাটির সরার প্রয়োজন হয় না। দিন বদলের পাশাপাশি এখন অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে।' এলাকার গৃহবধূ অনিমা সাহা বললেন, 'এখনও যাঁদের কাছে পিঠেপুলির কদর রয়েছে তাঁদের জন্য বাজারে তা রেডিমেড মেলে।'

উল্লারঘাট এলাকায় মাটির সরা বিক্রি চলছে। -সংবাদচিত্র

বৃহস্পতিবার অন্দরান-ফুলবাড়ি ১-গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লারঘাট এলাকায় তুফানগঞ্জ পালপাড়ার অজয় পাল নামে এক সরা বিক্রেতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় তিনি মাটির সরার অস্তিত্ব হারানোর বিষয়টি প্রকট করলেন। অজয় বললেন, 'দিনকে দিন মাটির তৈরি জিনিসপত্রের দাম কমছে। এর মধ্যে মাটির সরাও আছে। এক দশক আগের কথাই ধরুন। পৌষ-পার্বণের সময় ৪০০-৫০০ টাকার মাটির সরা বিক্রি হত। আর এখন? দিনভর ঘুরেও এবারে ২০টির বেশি মাটির সরা বিক্রি করতে পারিনি।' অর্থনীতির দিক থেকেও অজয়রা কীভাবে মার খাচ্ছেন তা তাঁদের বক্তব্যেই স্পষ্ট। অজয় বললেন, 'আগে পাঁচ টাকায় সরা বিক্রি করলেও যে পরিমাণে লাভ হত এখন ২০ টাকায় বিক্রি করলেও সেই লাভ থাকে না। এই ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখাই কঠিন।' হারিয়ে যেতে বসা দিন আদৌ ফিরে আসবে কি না তা পুষ্প, অনিমা বা অজয়, কারও জানা নেই।

শীতলকুচি নিয়ে পিছোল শুনানি

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : শীতলকুচিতে গুলিচালনায় চারজনের মৃত্যুর বিষয়ে শুনানি পিছিয়ে গেল। রাজ্যের অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটার অদিতিশংকর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অ্যাডভোকেট জেনারেল করোনা সংক্রামিত হওয়ায় হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ সরকার পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে শুনানির দিন ধার্য করেছে ৩১ জানুয়ারি।

মানবিক চালক

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : নিজ উদ্যোগে এক পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার পরিচয় দিলেন এক ট্যাক্সিচালক। বৃহস্পতিবার শংকর রায় নামে ওই চালক চন্দনচৌড়া এলাকায় গিয়ে এক পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী ও শীতবস্ত্র তুলে দেন। তিনি বলেন, 'এধরনের মানবিক কাজ করতে ভালোই লাগে। ওঁদের পাশে দাঁড়াতে পেরে ভালো লাগছে।'

গ্রেপ্তার ২

বক্সিরহাট, ১৩ জানুয়ারি : পাচারের পথে বালিবোঝাই তিনটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করল কোচবিহারের বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রায়ডাক নদীসংলগ্ন কাঁঠালবাড়ি ঘাটে হানা দিয়ে ট্র্যাক্টর তিনটি বাজেয়াপ্ত হয়। ট্র্যাক্টরচালকদের একজন পালিয়ে গেলেও পুলিশ বাকি দুজনকে ধরে ফেলে এবং পাচারে জড়িত অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।